[২০২১] ৯ এস. সি. আর. ৬৭৮

গুলাব

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮১)

ডিসেম্বর ০৯, ২০২১

[ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, এ.এস. বোপান্না এবং বিক্রম নাথ, বিচারপতিগণ]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০২, ৩৪ – প্রাণঘাতী গুলি চালানো সহ-অভিযুক্তদের প্রতি উৎসাহ – সাধারণ উদ্দেশ্য – আপিলকারী ধারা ৩০২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, ধারা ৩৪ এর সাথে পঠিত, যেখানে সহ-অভিযুক্ত (মৃত ব্যক্তি হিসেবে) ধারা ৩০২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন; যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন-আপিলের সময়, সিধান্তঃ রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে অভিযুক্তদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল বা দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল-অপরাধ করার একটি সাধারণ অভিপ্রায় প্রমাণিত হয় যদি অভিযুক্তরা তাদের কথা বা পদক্ষেপের মাধ্যমে 'অপরাধের কমিশনে' যোগ দেওয়ার জন্য তাদের সম্মতি নির্দেশ করে-আপিলকারী লাঠির সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন, যার কাছে সহ-অভিযুক্তের একটি নথিভুক্ত ছিল-স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে পিস্তলের একটি সাধারণ উপস্থিতি, যা আপিলের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-কেবলমাত্র তিনজন সাক্ষীকে সতর্কতার সাথে বলা হয়েছিল যে শত্রুর গুলি চালানোর/প্ররোচিত করার/প্ররোচিত করার পরে আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ/উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করা হয়নি-আপিলের কোন যুক্তি নেই।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ৩৪-আলোচ্য বিষয় – আলোচিত।

ফৌজদারি আইন-প্রমাণ-প্রত্যক্ষদর্শী-সম্পর্কিত সাক্ষী-সিধান্তঃ শুধুমাত্র এই সত্য যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা একমাত্র সাক্ষী তাদের দৃঢ় সাক্ষ্যকে অসম্মান করার জন্য যথেষ্ট নয়।

ফৌজদারি আইন-আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার-ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা না করা-সিধান্তঃ একজন ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে ব্যর্থতা যিনি একটি নির্দিষ্ট অস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক আঘাতের সাক্ষ্য দিতে পারেন সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণকে অভিশংসনের জন্য যথেষ্ট নয়-দণ্ডবিধি, ১৮৬০-ধারা ৩০২, ৩৪।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করেঃ ১. 'আগ্রহী সাক্ষীদের' প্রমাণ

রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলাটি প্রমাণ করার জন্য তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী, পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করে। পিডব্লিউ-১, যিনি মৃতের ভাই ('এইচ'), বলেছেন যে ঘটনার দিন বিকেল ৫ টার দিকে তিনি 'এম'-এর বাড়িতে গিয়েছিলেন, যেখানে মৃত ব্যক্তি তাকে তার মেয়ের অসুস্থতার কথা জানানোর জন্য কাজ করছিলেন। পিডব্লিউ-১-কে 'এম' ভাই জানিয়েছিলেন যে মৃত ব্যক্তি পুকুরের দিকে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি মৃত ব্যক্তিকে দেখেছিলেন। একই সময়ে, 'আই' (সহ-অভিযুক্ত) এবং আপিলকারী একটি মসজিদ থেকে ঘটনাস্থলে যাচ্ছিলেন। মৃত ব্যক্তি যখন নিজেকে পরিষ্কার করার পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন আপিলকারী তাকে 'শত্রু' বলে ঘোষণা করে তাকে হত্যা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'আই' এইচ '-কে একটি' ০.৩১৫ 'বোরের পিস্তল দিয়ে গুলি করেছিলাম। গুলিটি তার বুকে আঘাত করে এবং সে নিচে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পিডব্লিউ-আই জানিয়েছে যে ঘটনাটি (পিডব্লিউ-২, মৃতের এক খুড়তুতো ভাই), (পিডব্লিউ-৩, মৃতের এক আত্মীয়) এবং একজন' এল '-এর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, যারা গ্রামে পালিয়ে যাওয়ার আগে অভিযুক্তদের দ্বারা হুমকি পেয়েছিল। পিডব্লিউ-১ জানিয়েছে যে তিনি অভিযুক্তদের ভয়ে অবিলম্বে থানায় যাননি এবং শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে নয়টায় তার প্রতিবেদন দায়ের করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রায় পাঁচ মাস আগে মৃত ব্যক্তি এবং 'আই'-এর মধ্যে মারামারি হয়েছিল, যেখানে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০৭ ধারার অধীনে অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাঁর জেরা চলাকালীন, পিডব্লিউ-১-কে ঘটনার অবস্থান এবং গুলির আঘাতে মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ থেকে কোনও বস্তুগত অসঙ্গতি বা দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়নি। পিডব্লিউ-২ বিশেষভাবে পুকুর থেকে তাঁর বাড়ির সান্নিধ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। তিনি পুকুরে উপস্থিত থাকার একটি দৃঢ় কারণ উপস্থাপন করে বলেছিলেন যে তিনি পুকুরে সতেজ হয়ে উঠছেন। তাঁর জবানবন্দির সময়, পিডব্লিউ-২ বিশেষভাবে আবেদনকারীর লাঠি দিয়ে সশস্ত্র হওয়ার ভূমিকা এবং উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে এবং "মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য" পরামর্শ দেয়। পিডব্লিউ-৩, একইভাবে, যেখানে মৃত ব্যক্তিকে গুলি করা হয়েছিল সেখানে পদচ্যুত করা হয়। পিডব্লিউ-৩ বলে যে তিনি সতেজ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। যখন তিনি পুকুরে পৌঁছান, তখন তিনি দেখেন যে আবেদনকারী 'আই' কে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে উৎসাহিত করছেন, যার পরে 'আই' তাঁর দিকে গুলি চালায় এবং বুলেটটি তাঁর বুকে আঘাত করে। পিডব্লিউএস ১, ২ এবং ৩ এর জবানবন্দি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পর, ঘটনার প্রকৃতি বা উৎপত্তি সম্পর্কে কোনও মৌলিক অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি।

তিনজন সাক্ষীই **(i)** পুকুরের কাছে মৃত ব্যক্তির উপস্থিতি; **(ii)** আপীলকারীর উপস্থিতি এবং ঘটনার জায়গায় 'আই'; **(iii)** আপীলকারী মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য 'আই' বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন; এবং **(iv)** 'আই' জুরির বুকে গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থলেই ভেঙে পড়েছিলেন। কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা একমাত্র সাক্ষী যা তাদের দৃঢ় সাক্ষ্যকে অসম্মান করার জন্য যথেষ্ট নয়। নথির প্রমাণগুলি দায়রা জজ এবং হাইকোর্ট দ্বারা যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিকে অসম্মান করার কোনও ভিত্তি নেই এবং ক্রস-পরীক্ষার সময় তাদের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করার মতো কিছুই পাওয়া যায়নি। অসুস্থ বলে অভিযোগ করা মৃত ব্যক্তির কন্যার পরীক্ষা না করাকে এমন পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক, একবার পিডব্লিউএস ১, ২ এবং ৩-এর চক্ষুগত প্রমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হলে। মৃত ব্যক্তির শরীরে যে ধরণের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে তা প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। [অনুচ্ছেদ ১৪-১৬] [৬৮৯-জি-এইচ; ৬৯০-এ-৬৯২-এ-বি]

মহম্মদ রোজালি বনাম অসম রাজ্য (২০১৯) ১৯ এস. সি. সি ৫৬৭-এর উপর নির্ভরশীল।

২. অস্ত্র উদ্ধার এবং ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা

মৃত ব্যক্তি প্রবেশ এবং প্রস্থানের একটি বিন্দু সহ বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। অপরাধের অস্ত্রের পুনরুদ্ধার না করা তাই রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে অসম্মানিত করবে না যা পিডব্লিউএস ১,২ এবং ৩-এর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের উপর নির্ভর করে। বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে আগ্নেয়াস্ত্র বা কার্তুজ উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপক্ষ ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অতএব, একটি নির্দিষ্ট অস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক আঘাতের সাক্ষ্য দিতে পারে এমন একটি ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন তৈরি করতে ব্যর্থতা সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণকে অভিশংসনের জন্য যথেষ্ট নয়। [অনুচ্ছেদ ১৭, ২০] [৬৯২-সি-ডি; ৬৯৫-বি-সি]

সুখবন্ত সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৯৫) ৩ এস. সি. সি.: [১৯৯৫] ২ এস. সি. আর. ১১৯০-বিশিষ্ট।

গুরুচরণ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৬৩) ৩ এস. সি. আর ৫৮৫: পাঞ্জাব রাজ্য বনাম জুগরাজ সিং (২০০২) ৩ এস. সি.সি ২৩৪ঃ [২০০২] ১ এস. সি. আর ৯৯৮-এর উপর নির্ভরশীল।

৩.১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার অধীনে সাধারণ উদ্দেশ্য

ধারা ৩৪-এর অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলির উপর জোর দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বীরেন্দ্র সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মামলায় স্থির করেছে যেঃ

(i) ধারা ৩৪ একটি স্বতন্ত্র অপরাধ তৈরি করে না, তবে এটি গঠনমূলক দায়বদ্ধতার একটি নীতি; **(ii)** কোনও অপরাধের জন্য যৌথ দায়বদ্ধতার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে করা কাজটি করার জন্য অবশ্যই একটি পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্ব-মধ্যস্থতাকারী কনসার্ট থাকতে হবে; **(iii)** আইন এবং পূর্ব-ধ্যানের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান নাও থাকতে পারে এবং পরিকল্পনাটি হঠাৎ করে তৈরি হতে পারে। ধারা ৩৪ প্রয়োগ করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে কোনও কাজ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছিল; এবং **(iv)** বিধানটি এমন মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেখানে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি একসাথে কাজ করে এবং মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে প্রকৃতপক্ষে কে অপরাধ করেছে। [অনুচ্ছেদ ২৪] [৬৯৭-বি-এফ]

বীরেন্দ্র সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১০) ৮ এস. সি. সি ৪০৭ঃ [২০১০] ৯ এস. সি. আর ৭৭২-এর উপর নির্ভরশীল।

৩.২ নথিভুক্ত থাকা প্রমাণগুলি স্পষ্টভাবে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করে যার অনুসরণে আপিলকারী মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য 'আই' কে উৎসাহিত করেছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা ছিল বা দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল তা প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের প্রয়োজন নেই। অভিযুক্তরা যদি তাদের কথা বা কাজের দ্বারা অপরাধের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সম্মতি নির্দেশ করে তবে অপরাধ করার একটি সাধারণ অভিপ্রায় প্রমাণিত হয়। আপিলকারী লাঠি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান, সাথে ছিলেন 'আই', যার কাছে একটি পিস্তল ছিল। আপিলকারীর উপদেশ অপরাধ সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তিনি এই বিবৃতি দেওয়ার পরেই যে শত্রুকে খুঁজে পাওয়া গেছে, 'আই' মারাত্মক গুলি চালিয়েছি। আপিলকারীর ভূমিকা, ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি এবং উপদেশের প্রকৃতি সবই তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর ধারাবাহিক বিবরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৭] [৬৯৯-ডি-এফ]

পান্ডুরং. টুকিয়া এবং ভিলিয়া বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য [১৯৫৫] এস. সি. আর. ১ ১০৮৩: ছোটা আহিরওয়ার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০২০) ৪ এস. সি. সি. ১২৬: [২০২০] ৩ এস. সি. আর. ৭৭৬: ধনপাল বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) (২০২০) ৫ এস. সি. সি. ৭০৫: সন্দীপ বনাম হরিয়ানা রাজ্য ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৬৪২-নির্ভর করেছে।

ফৌজদারি আপিলের এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮১।

১৯৯১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১৭২-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১৯.০৬.২০২০ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

এস. মহেন্দ্রন, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

বিনোদ দিবাকর, এএজি, বি. এন. দুবে, সুশ্রী রুচিরা গোয়েল, সুশ্রী মানভি শর্মা, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় ঘোষণা করা হয়েছিলঃ

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

ক. ভূমিকা.....৩
খ. জমা ১০
গ. বিশ্লেষণ.....১৩
গ. ১ 'আগ্রহী সাক্ষীদের' প্রমাণ.....১৩
গ.২ অস্ত্র উদ্ধার এবং ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা.....১৬
গ. ২ আইপিসির ধারা ৩৪ এর অধীনে সাধারণ অভিপ্রায়.....২০
ঘ উপসংহার ২৫

ক ভূমিকা

১. এই আপিলটি ১৯৯১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২১৭২-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ১৯ জুন ২০২০ তারিখের একটি রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

হাইকোর্টের কাছে আপিলটি ১৯৯০ সালের ২৬৬ নং দায়রা বিচারে দায়রা জজ বান্দার ১৩ নভেম্বর ১৯৯১ তারিখের একটি রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল (রাজ্য সরকার বনাম ইদরিশ ও গুলাব)। ইদরিশকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০[১] এর ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। গুলাব, যিনি এই আপিলটি করেছেন, আইপিসির ধারা ৩৪-এর সাথে পড়া ধারা ৩০২-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন ইদরিশ মারা যান।

২. ১৯৮৯ সালের ২২শে নভেম্বর, শাব্বির (পিডব্লিউ ১) রাত ১০.৩০ টায় বান্দা জেলার মাথাউন্ধ থানায় একটি লিখিত প্রতিবেদন জমা দেন, যার ফলস্বরূপ ১৯৮৯ সালের ৭৮ নম্বর অপরাধ মামলাটি ইদরিশ ও আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ৩০২ ও ৩৪-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়। লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, পিডব্লিউ-১-এর ভাই হানিফা, যার বয়স প্রায় ২৬ বছর, সে মজিদের বাড়িতে কাজ করছিল। কাজ শেষে, হানিফা কাছের একটি পুকুরে গোসল করার জন্য এগিয়ে যায়। পিডব্লিউ-১-এর মেয়ে হানিফার অসুস্থ হওয়ার পর থেকে প্রায় ৫টার দিকে হানিফাকে ফোন করতে যায়। ইদরিশ যার হাতে একটি দেশীয় তৈরি ০.৩১৫ বোর পিস্তল ছিল এবং আবেদনকারী যে লাঠির পাশ থেকে সশস্ত্র ছিল, সে ইড়গার পাশ থেকে আসে। অভিযোগ করা হয় যে, আবেদনকারী ইদ্রিসকে প্ররোচিত করে বলেছিলেন যে, "শত্রুকে খুঁজে পাওয়া গেছে" যার ফলস্বরূপ ইদ্রিস হানিফাকে গুলি চালিয়েছিল। অভিযোগ করা হয় যে, গুলিটি হানিফার বুকে লেগেছিল যার কারণে সে পড়ে গিয়ে মারা যায়। ইদ্রিস ও আবেদনকারী গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ঘটনার প্রায় ৫ মাস আগে হানিফা ও ইদ্রিসের মধ্যে মারামারি হয়েছিল এবং হানিফাকে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এটাই তার হত্যার উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ করা হয়। পিডব্লিউ-১ জানিয়েছে যে অভিযুক্তদের ভয়ে আগে এফআইআর দায়ের করা হয়নি এবং গ্রামবাসীরা আসার পরে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-১-এর নির্দেশে ১৯৮৯ সালের ২২ নভেম্বর শাব্বির খান লিখিত প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন। ঘটনার স্থান এবং পুলিশ স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব ১১ কিলোমিটার।

৩. পিডব্লিউ-৫ দ্বারা ১৯৮৯ সালের ২৩শে নভেম্বর ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল। নিম্নলিখিত আঘাতগুলি লক্ষ্য করা গেছেঃ

"**i.** ডান চোখের বাইরের দিকে ১ সেমি, ডান সাময়িক অঞ্চলে ১ সেমি **x** ১ সেমি ঘর্ষণ।

ii. ৭টা বাজে অবস্থানে বাম দিকের বুকের সামনের দিকে ০.৮ **x** ০.৮ সেমি প্রবেশপথে জিএস ক্ষত, বাম স্তনবৃন্ত থেকে ৭ সেমি নীচে। ক্ষতের চারপাশে ১৩ সেমি **x** ৯ সেমি আকারের প্রান্ত উল্টানো, উল্কি করা, কালো হয়ে যাওয়া এবং পোড়া দাগ।

[১]"আই পি সি"

iii. বাম দিকের বুকের পিছনে এক্সিট লেম এক্স লেমের জিএস ক্ষত, ২ নং আঘাতের সাথে যোগাযোগ করে, ১০ সেন্টিমিটার নীচে এবং মধ্য থেকে বাম স্ক্যাপুলার নিম্নতর কোণ এবং ৩ সেন্টিমিটার পার্শ্বীয় থেকে মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত। প্লুরাল গহ্বরে প্রায় ১ লিটার মুক্ত এবং জমাটবদ্ধ রক্ত থাকে।

মৃত্যুর কারণটি পূর্ববর্তী মর্টেম বন্দুকের গুলির আঘাতের ফলে শক এবং রক্তক্ষরণ বলে মনে করা হয়েছিল।

৪. তদন্ত শেষ হওয়ার পর, ১৯৮৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের ৪ঠা মার্চ বিচার বিচারক অভিযোগ গঠন করেন। ইদ্রিশকে আইপিসির ৩০২ এবং ৩৪ ধারায় অভিযুক্ত করা হয় এবং আপিলকারীকে আইপিসির ৩০২ এবং ৩৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়।

৫. রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলা প্রমাণ করার জন্য তিন প্রত্যক্ষদর্শীকে পরীক্ষা করেছেঃ **(১)** পিডব্লিউ-১ শাব্বির, মৃত ব্যক্তির বড় ভাই; **(২)** পিডব্লিউ-২ সাদ্দু, মৃত ব্যক্তির সৌজন্যে; এবং **(৩)** পিডব্লিউ-৩ ইদ্দু, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়। ১৯৯১ সালের ১৩ নভেম্বর, দায়রা বিচারক, বান্দা ইদ্রিশকে আইপিসির ধারা ৩০২ এবং ৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দায়রা বিচারকের রায়টি ফৌজদারি আপিল নম্বর ২১৭২/১৯৯১-এ অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আবেদন বিচারাধীন থাকাকালীন ইদ্রিশ মারা যান।

৬. আপিলের সমর্থনে হাইকোর্টের কাছে নিম্নলিখিত জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিলঃ

(i) এফআইআর দায়ের করতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা অব্যক্ত বিলম্ব হয়েছিল যা ইঙ্গিত করে যে অভিযুক্ত প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনার জায়গায় উপস্থিত ছিলেন না;

(ii) অভিযুক্ত প্রত্যক্ষদর্শী পিডব্লিউএস ১, ২ এবং ৩ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ছিলেন এবং তাদের উপস্থিতি এবং আপিলকারীর ভূমিকা সম্পর্কে দ্বন্দ্বের কারণে তাদের সাক্ষ্য বাতিল করা যেতে পারে;

(iii) কথিত উদ্দেশ্যটি ইদ্রিশের বিরুদ্ধে ছিল এবং আপিলকারীকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে কারণ তাকে কোনও প্রকাশ্য কাজ দেওয়া হয়নি;

(iv) আপিলকারীকে উপদেশের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে যা একটি দুর্বল ধরনের প্রমাণ;

(v) মৃত ব্যক্তির কন্যাকে বিচারের সময় বা এমনকি তদন্তের সময়ও পরীক্ষা করা হয়নি যা নির্দেশ করে যে ঘটনাস্থলে পিডব্লিউ-১-এর উপস্থিতির কারণ প্রমাণ করা যায়নি; এবং

(vi) আবেদনকারীকে যে "আলংকারিক" ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তা বিবেচনা করে সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

৭. হাইকোর্ট বলেছে যেঃ

(i) পিডব্লিউ-১ মৃত ব্যক্তিকে ডাকতে পুকুরে গিয়েছিল কারণ তার মেয়ে অসুস্থ ছিল;

(ii) অভিযুক্তরা পিডব্লিউ-১-এর বাড়ি থেকে পুকুরের সান্নিধ্যকে বিরোধিতা করেনি;

(iii) পিডব্লিউ-১ বিচারে সাক্ষ্য দেয় যে মজিদের ভাইয়ের দ্বারা তাকে জানানো হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তিটি পুকুরে চলে গেছে। তদন্তের সময় পিডব্লিউ-১ তার আগের বিবৃতিতে এই ধরনের প্রকাশের অনুপস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল;

(iv) এই দ্বন্দ্বের সাথে খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা যোগ করা যায় না কারণ তদন্তের সময় পিডব্লিউ-১ তদন্তকারী কর্মকর্তা পিডব্লিউ-৬ কে জানিয়েছিলেন যে তিনি মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পরে পুকুরে গিয়েছিলেন। যৌক্তিক অনুমান ছিল যে পিডব্লিউ-১ প্রথমে মাজিদের জায়গায় গিয়েছিল যেখানে মৃত ব্যক্তি তার মেয়ের অসুস্থতার বিষয়ে তাকে অবহিত করার জন্য কাজ করতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে, জানতে পেরে যে মৃত ব্যক্তি ইতিমধ্যে তার দৈনন্দিন রুটিন হিসাবে পুকুরে চলে গেছেন, পিডব্লিউ-১ পুকুরে গিয়েছিলেন। এইভাবে, পিডব্লিউ-১-এর উপস্থিতি ঘটনাস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল;

(v) পিডব্লিউএস ২ এবং ৩ জনের পুকুরের কাছে বাড়ি ছিল এবং তারা পুকুরের কাছে নিজেদের বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল। ফিরে আসার সময় তারা দেখে যে আবেদনকারী লাঠি নিয়ে সজ্জিত ছিল সে ইদ্রিসকে মৃত ব্যক্তিকে নির্মূল করার জন্য একটি ০.৩১৫ বোর দেশীয় পিস্তল দিয়ে সজ্জিত ছিল, যখন পরেরটি পুকুরের কাছে উপরের দিকে আরোহণ করছিল;

(vi) যদিও সাক্ষীরা মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ার পরে এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে তাদের সাক্ষ্য বাতিল করার জন্য এটি যথেষ্ট কারণ নয়;

(vii) পিডব্লিউএস ২ এবং ৩-এর বাড়িগুলি কাছাকাছি ছিল এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য পুকুরের দিকে এগিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না;

(viii) ঘটনাটি যেভাবে এবং যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং ইদ্রিশকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে আপিলকারীর ভূমিকা সম্পর্কে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীই অভিন্ন ছিলেন। সাক্ষীদের উপস্থিতি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে দূরত্ব থেকে তারা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল;

(ix) উপদেশের প্রকৃতির মধ্যে কোনও বড় অসঙ্গতি ছিল না, যার মূল বিষয় ছিল যে মৃত ব্যক্তি একজন শত্রু যাকে নির্মূল করতে হয়েছিল;

(x) মৃত ব্যক্তির সাথে আপিলকারীর পূর্ব শত্রুতা ছিল। উপরন্তু, আপিলকারী ছিলেন ইদরিশের ভাগ্নে;

(xi) আইপিসির ৩৪ ধারার সহায়তায় দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, লাঠি দিয়ে সজ্জিত ইদ্রিশের সাথে আপিলকারীর উপস্থিতি এবং ইদ্রিশকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করার জন্য দায়ী ভূমিকা যথেষ্ট ছিল;

(xii) সাক্ষীদের অভিযুক্তদের ভয়ের কারণেই এফআইআর দায়েরে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বিলম্ব হয়েছে, যা গ্রামীণ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসযোগ্য। থানাটিও ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় প্রায় ৫.৩০ মিনিটে এবং গ্রামবাসীরা জড়ো হওয়ার পরেই পিডব্লিউ-১ রাত ১০.৩০ মিনিটে প্রতিবেদন দাখিল করতে এগিয়ে যায়। অতএব, বিলম্বের কারণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং

(xiii) মৃতের মেয়ের পরীক্ষা না করার বিষয়ে, তদন্ত কর্মকর্তা (পিডব্লিউ-৬) বলেছেন যে যদিও তিনি মেয়েটির অসুস্থতা সম্পর্কে শারীরিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি, তবে তিনি এমন অনুসন্ধান করেছেন যা নিশ্চিত করেছে যে সে অসুস্থ ছিল। তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্যকে বিরোধিতা করা হয়নি।

উপরের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট আপিলটি খারিজ করে দেয় এবং বিচার বিচারকের রায়কে নিশ্চিত করে।

৮. ২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে, আদালতকে অবহিত করা হয় যে আপিলকারীর পক্ষে হাজিরা দেওয়া অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে মারা গেছেন।

অতএব জামিনের আবেদনে বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর থেকে আবেদনকারীকে অন্য একজন আইনজীবী-অন-রেকর্ড নিযুক্ত করতে সক্ষম করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের ১৫ই মার্চ, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে আবেদনকারীর পক্ষে কোনও উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হয়নি। তদনুসারে, সুপ্রিম কোর্টের আইনি সেবা কমিটি (এস. সি. এল. এস. সি)-কে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য একটি প্যানেল আইনজীবী নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে, আপিলকারীকে তার পছন্দের আইনজীবীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম করার জন্য কার্যধারা চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। ২০২১ সালের ১২ই এপ্রিল, শ্রী এস মহেন্দ্রন, যিনি এস. সি. এল. এস. সি দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবেদনকারীর ইচ্ছা নিশ্চিত করার জন্য কারাগারে বন্দী আপিলকারীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটি মুলতুবি মঞ্জুর করা হয়েছিল। ২০২১ সালের ২৬শে জুলাই, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে ২০২১ সালের ২৩শে জুলাই তারিখের অফিস প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারী তার আত্মীয়দের মাধ্যমে একজন আইনজীবীকে নিযুক্ত করবেন এবং অ্যামিকাস কিউরি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করতে চান না। জেলা কারাগার বান্দার সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে আপিলকারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তাকে জানানো হয় যে তিনি আট সপ্তাহের মধ্যে তার পছন্দের একজন আইনজীবীকে নিযুক্ত করতে পারবেন। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের স্থায়ী আইনজীবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, জেলা কারাগার বান্দার সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে আবেদনকারীকে বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি সরবরাহ করা হোক। ২০২১ সালের ৬ই অক্টোবর, এস. সি. এল. এস. সি দ্বারা নিযুক্ত আইনজীবীর বক্তব্য ছিল যে, যদিও আবেদনকারী তার নিজের আইনজীবীকে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তবুও তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি। তাই বিজ্ঞ আইনজীবীকে সংশ্লিষ্ট কারাগারে ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে আপিলকারীর সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে শ্রী এস মহেন্দ্রন এবং আপিলকারীর মধ্যে ভিডিও সম্মেলন বৈঠকের সুবিধার্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের ১৭ই নভেম্বর, কার্যধারার শুনানি সংযুক্ত করা হয়েছিল। ২০২১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে আপিলকারীকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, কোনও আইনজীবীকে তার দ্বারা নিযুক্ত করা হয়নি এবং উপস্থিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী আমরা এসসিএলএসসি দ্বারা মনোনীত আইনজীবী শ্রী এস মহেন্দ্রনকে শুনেছি। আমরা নথির স্পষ্টতার জন্য নোট করতে পারি যে শ্রী এস মহেন্দ্রন মামলাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং শ্রমসাধ্য পদ্ধতিতে যুক্তি দিয়েছেন। শুনানি চলাকালীন, তিনি দক্ষতার সাথে তাঁর বক্তব্যগুলি প্রণয়ন করেছেন এবং সাক্ষ্য নথির প্রাসঙ্গিক অংশের মাধ্যমে আদালতকে নিয়ে গেছেন।

খ জমা

৯. আমরা আপিলকারীর পক্ষে এস. সি. এল. এস. সি কর্তৃক মনোনীত আইনজীবী শ্রী এস মহেন্দ্রন এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবী সুশ্রী রুচিরা গোয়েলের সাথে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) শ্রী দিবাকরের বক্তব্য শুনেছি।

১০. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এস মহেন্দ্রন জমা দিয়েছেন যেঃ

(i) পিডব্লিউ-১ জবানবন্দি দিয়েছে যে মৃত ব্যক্তির মেয়ে অসুস্থ থাকায় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অসুস্থতার কথা জানাতে তিনি মৃত ব্যক্তির কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন;

(ii) বিচারে মৃতের মেয়েকে পরীক্ষা করা হয়নি, যা পিডব্লিউ-১-এর কথিত সি উপস্থিতির কারণ নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে;

(iii) পিডব্লিউ-১-কে সাক্ষী হিসাবে বসানো হয়েছে, যা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে তাঁর দায়ের করা এফআইআরটি ঘটনার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পরে ছিল;

(iv) পিডব্লিউ-১ মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই, যখন পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ তার সাথে সম্পর্কিত। তিনজন সাক্ষীই আগ্রহী হওয়ায়, তাদের সাক্ষ্য সাবধানতার সাথে যাচাই করতে হবে;

(v) গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দিতে বস্তুগত অসঙ্গতি রয়েছে। পিডব্লিউ-১, তার জবানবন্দিতে ইঙ্গিত দেয় যে মৃত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। পিডব্লিউ২ ইঙ্গিত করে যে তাকে বসে থাকা অবস্থায় গুলি করা হয়েছিল, যখন পিডব্লিউ৩ জানিয়েছে যে মৃত ব্যক্তি পুকুর থেকে উপরে উঠছিলেন;

(vi) উচ্চ আদালত স্বীকার করেছে যে আবেদনকারীর দ্বারা ইদ্রিশকে দেওয়া এফ উপদেশের প্রকৃতি সম্পর্কে সাক্ষীদের বিবৃতিতে বৈচিত্র্য ছিল, তবে একই সাথে এটি পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিল;

(vii) পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩-এর প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে মৃত ব্যক্তি এবং ইদ্রিশের মধ্যে পূর্ব শত্রুতা ছিল যার কারণে মিথ্যা প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না;

(viii) আবেদনকারীকে আইপিসির ৩৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু নথির উপাদানগুলি সাধারণ অভিপ্রায়ের মামলা প্রতিষ্ঠা করে না; এবং

(ix) যদিও গুলির আঘাত ছিল, তবে অস্ত্রটি উদ্ধার করা যায়নি।

১১. অন্যদিকে, শ্রী দিবাকর, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হয়ে এএজি শিখেছেন যেঃ

(i) মামলাটি সরাসরি প্রমাণের উপর নির্ভর করে এবং পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ যারা বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী তাদের চক্ষুগত প্রমাণ গ্রহণ করা হলে দুজন সাক্ষীর পরীক্ষা না করা অপ্রাসঙ্গিক;

(ii) ঘটনাটি ঘটে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে, লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাত ১০.৩০ মিনিটে এফআইআর দায়ের করা হয়। থানাটি ঘটনাস্থল থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। এফআইআর দায়ের করতে কোনও বিলম্ব হয়নি;

(iii) এফআইআর-এ ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং আবেদনকারীর ভূমিকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে;

(iv) পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ সবই আবেদনকারীর উপদেশের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের জবানবন্দিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জেরা চলাকালীন, পিডব্লিউ-১-এর কাছে 'ঘটনাস্থলে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক করার জন্য কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি এবং মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং মজিদের পরীক্ষা না করার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি, যিনি পিডব্লিউ-১-কে মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে; এবং

(v) ১৯৭৩[২] সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে জবানবন্দি দেওয়ার সময়, মৃত ব্যক্তির সাথে পূর্ব শত্রুতার বিষয়টি বিশেষভাবে অভিযুক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

১২. এই ভিত্তিতে, রাজ্যের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যে দায়রা জজ যে অপরাধের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা আপিলের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা না দিয়ে হাইকোর্ট সঠিকভাবে নিশ্চিত করেছে।

১৩. প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়া তথ্য এখন বিশ্লেষণ করা হবে।

গ বিশ্লেষণ

গ.১ 'আগ্রহী সাক্ষীদের' প্রমাণ

১৪. মামলার সত্যতা প্রমাণের জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছিল, পিডব্লিউ-১ শাব্বির, পিডব্লিউ-২ সাদ্দু এবং পিডব্লিউ-৩ ইদ্দু।

[২] "সিআরপিসি"

পিডব্লিউ-১, যিনি মৃত ব্যক্তির ভাই, বলেছেন যে ঘটনার দিন বিকেল ৫টার দিকে তিনি মাজিদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, যেখানে মৃত ব্যক্তি তাঁর মেয়ের অসুস্থতার কথা জানানোর জন্য কাজ করছিলেন। পিডব্লিউ-১-কে মাজিদের ভাই আহমেদ জানিয়েছিলেন যে মৃত ব্যক্তিটি পুকুরের দিকে যাচ্ছিলেন যেখানে তিনি মৃত ব্যক্তিকে দেখেছিলেন। একই সময়ে, ইদ্রিশ এবং আপিলকারী একটি মসজিদ থেকে ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। যখন মৃত ব্যক্তি নিজেকে পরিষ্কার করার পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন আবেদনকারী ইদরিশকে তাকে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তাকে শত্রু ঘোষণা করেছিলেন। ইদরিশ একটি ০.৩১৫ বোর পিস্তল দিয়ে হানিফাকে গুলি করেছিলেন। গুলিটি তার বুকে আঘাত করে এবং সে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পিডব্লিউ-১ জানিয়েছে যে ঘটনাটি সাড্ডু (পিডব্লিউ-২), ইদ্দু (পিডব্লিউ-৩) এবং লল্লু দেখেছিল, যারা গ্রামে পালিয়ে যাওয়ার আগে অভিযুক্তদের দ্বারা হুমকি পেয়েছিল। পিডব্লিউ-১ বলেছে যে অভিযুক্তের ভয়ে সে অবিলম্বে থানায় যায়নি এবং শেষ পর্যন্ত রাত ৯.৩০ টায় তার প্রতিবেদন দাখিল করে। সে আরও সাক্ষ্য দেয় যে প্রায় পাঁচ মাস আগে মৃত এবং ইদ্রিশের মধ্যে মারামারি হয়েছিল যাতে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০৭ ধারার অধীনে অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

১৫. তাঁর জেরা চলাকালীন পিডব্লিউ-১-কে ঘটনার অবস্থান এবং গুলিটি কখন তাকে আঘাত করেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ থেকে কোনও বস্তুগত অসঙ্গতি বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়নি। পিডব্লিউ-২-সাদ্দু বিশেষভাবে পুকুর থেকে তাঁর বাড়ির সান্নিধ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি পুকুরে উপস্থিত থাকার জন্য একটি দৃঢ় কারণ উপস্থাপন করেছিলেন যে তিনি পুকুরে সতেজ হয়ে উঠছেন। তাঁর জবানবন্দির সময়, পিডব্লিউ-২ নির্দিষ্টভাবে লাঠি দিয়ে সজ্জিত হয়ে আবেদনকারীর ভূমিকা এবং উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য ইদ্রিসকে অনুরোধ করেছিলেন। পিডব্লিউ-৩ ইদ্দু একইভাবে মৃত ব্যক্তিকে যে জায়গায় গুলি করা হয়েছিল সেই জায়গায় সাক্ষ্য দিয়েছেন, পিডব্লিউ-৩ বলেছেন যে তিনি সতেজ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। যখন এক্সই পুকুরে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে আবেদনকারী ইদ্রিসকে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে উৎসাহিত করছেন, যার পরে ইদ্রিস তাকে গুলি করে এবং গুলিটি তার বুকে আঘাত করে। পিডব্লিউ ১, ২ এবং ৩-এর জবানবন্দিগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করার পরে, ঘটনার প্রকৃতি বা উৎপত্তি সম্পর্কে কোনও বস্তুগত অসঙ্গতি নেই। তিনজন সাক্ষীই সাক্ষ্য দিয়েছেন **(i)** পুকুরের কাছে মৃত ব্যক্তির কানের উপস্থিতি; **(ii)** ঘটনা স্থলে আপিলকারী ও ইদরিশের উপস্থিতি; **(iii)** আবেদনকারী ইদরিশকে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন; এবং **(iv)** মৃত ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা, যার ফলে সে বুকে আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই পড়ে যায়। আইনের দৃষ্টিতে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা একমাত্র সাক্ষী হওয়া তাদের দৃঢ় সাক্ষ্যকে অসম্মান করার জন্য যথেষ্ট নয়।

সম্প্রতি, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ 'রোজালি বনাম অসম রাজ্য'[৩] মামলায় 'আগ্রহী' এবং 'সংশ্লিষ্ট' সাক্ষীদের মধ্যে পার্থক্যের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে যে, সাক্ষীরা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত এই নিছক সত্যটি যদি অন্যথায় বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত হয় তবে তাদের সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে না। এই আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি এম এম শান্তনগৌদর বলেনঃ

"১৩. সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীরা যে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, এখন পর্যন্ত এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনও সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে কেবল ভুক্তভোগীর আত্মীয় হওয়ার কারণে" আগ্রহী "সাক্ষী বলা যায় না। এই আদালত" আগ্রহী "এবং" সম্পর্কিত "সাক্ষীদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছে, মামলার আধিক্য, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনও সাক্ষীকে তখনই আগ্রহী বলা যেতে পারে যখন তিনি কোনও মামলার ফলাফল থেকে কিছু সুবিধা পান, যার অর্থ ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষাপটে সাক্ষীটির পূর্ব শত্রুতা বা অন্যান্য কারণে অভিযুক্তকে শাস্তি পেতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আগ্রহ রয়েছে এবং এইভাবে অভিযুক্তকে মিথ্যাভাবে জড়িত করার উদ্দেশ্য রয়েছে ▌অভ্যন্তরীণ উদ্ধৃতি বাদ দেওয়া হয়েছে▌।

.....

১৪. ফৌজদারি মামলাগুলিতে, প্রায়শই এমন হয় যে অপরাধটি ভুক্তভোগীর কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দ্বারা সাক্ষী হয়, যার অপরাধের ঘটনাস্থলে উপস্থিতি স্বাভাবিক হবে। এই ধরনের 'সাক্ষীর' প্রমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাক্ষীকে আগ্রহী হিসাবে চিহ্নিত করে বাতিল করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ফৌজদারি মামলায় আগ্রহী সাক্ষীদের প্রতি সম্মানের সাথে প্রথম দিকের বিবৃতিগুলির মধ্যে একটি ছিল এই আদালত দলীপ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ▌দলীপ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, ১৯৫৪ এসসিআর ১৪৫০ঃ এআইআর ১৯৫৩ এসসি ৩৬৪ ০ঃ ১৯৫৩ সিআরআই এলজে ১৪৬৫▌, যেখানে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (এআইআর পি. ৩৬৬, অনুচ্ছেদ ২৬)

"২৬. একজন সাক্ষীকে সাধারণত স্বাধীন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদি না সে এমন উৎস থেকে উদ্ভূত হয় যা সম্ভবত কলঙ্কিত হতে পারে এবং এর অর্থ সাধারণত সাক্ষী যদি না অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শত্রুতার মতো কারণ থাকে, তাকে মিথ্যাভাবে জড়াতে চায়। সাধারণত একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই প্রকৃত অপরাধীকে পরীক্ষা করবে এবং একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে জড়াবে। "

১৫. সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর ক্ষেত্রে, আদালত তার সাক্ষ্যকে সহজাতভাবে কলঙ্কিত হিসাবে বিবেচনা করতে পারে না এবং কেবল নিশ্চিত করতে হবে যে প্রমাণটি সহজাতভাবে নির্ভরযোগ্য, সম্ভাব্য, দৃঢ় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ... "

[৩](২০১৯) ১৯ এসসিসি ৫৬৭

১৬. নথির প্রমাণগুলি দায়রা বিচারক এবং হাইকোর্ট দ্বারা যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিন প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিকে অসম্মান করার কোনও ভিত্তি নেই এবং জেরা চলাকালীন তাদের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করার মতো কিছুই পাওয়া যায়নি। মৃত ব্যক্তির কন্যার পরীক্ষা না করাকে এমন একটি পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক. একবার পিডব্লিউএস ১. ২ এবং ৩-এর চক্ষুগত প্রমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হলে। মৃত ব্যক্তির দ্বারা যে আঘাত করা হয়েছে বলে মনে করা হয় তার প্রকৃতি প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা প্রদত্ত বিবরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ.২ অস্ত্র উদ্ধার এবং ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা

১৭. মৃত ব্যক্তির প্রবেশ এবং প্রস্থানের একটি বিন্দু সহ বন্দুকের গুলির আঘাত ছিল। অপরাধের অস্ত্রের পুনরুদ্ধার না হওয়া তাই রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে অসম্মানিত করবে না যা পিডব্লিউএস ১. ২ এবং ৩-এর প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণের উপর নির্ভর করেছে। সুখবন্ত সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[৪] মামলায়. ড. এ এস আনন্দ (তখন বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি হিসাবে) দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে স্থির হয়েছিলঃ

"২১. এই মামলায় আরও একটি দুর্বলতা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে. পিডব্লিউ ৬ কর্তৃক একটি খালি [এসআইসি] উদ্ধার করা হলেও. এএসআই রঘুবীর সিং ঘটনাস্থল থেকে এবং গ্রেপ্তারের সময় আপিলকারীর কাছ থেকে কিছু কার্তুজ সহ একটি পিস্তল জব্দ করা হয়েছিল. তবুও. রাষ্ট্রপক্ষ. তাদের সুপরিচিত কারণগুলির জন্য. উদ্ধার করা খালি [এসআইসি] এবং জব্দ করা পিস্তলটি পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠায়নি। তুলনা অপরাধ এবং অভিযুক্তের মধ্যে সংযোগ প্রমাণ সরবরাহ করতে পারত। এটি আবার রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে একটি বাদ দেওয়া. যার জন্য বিচার আদালতে বা আমাদের সামনে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে. আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে আহত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তদন্তের সময় আগ্নেয়াস্ত্র এবং অপরাধ কার্তুজ উভয়ই উদ্ধার করা হয় যাতে কোনও অভিযুক্তকে অপরাধের সাথে যুক্ত করা যায়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে বিচার আদালতের সামনে বিশেষজ্ঞের মতামত উপস্থাপন করতে ব্যর্থতা রাষ্ট্রপক্ষ মামলার কৃতিত্বকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

[৪] (১৯৯৫) ৩ এস সি সি ৩৬৭

উপরের উদ্ধৃতাংশটি যার উপর নির্ভর করে আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জোর দিয়ে বলেছেন যে, যে ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে আঘাত লেগেছে, সেখানে ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তদন্তের সময় আগ্নেয়াস্ত্র এবং অপরাধ কার্তুজ উভয়ই উদ্ধার করা হয়েছে, এই জাতীয় মামলায় বিশেষজ্ঞের মতামত উপস্থাপন করতে ব্যর্থতা রাষ্ট্রপক্ষ মামলার কৃতিত্বকে প্রভাবিত করে।

১৮. যাইহোক, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, গুরুচরণ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[৫] মামলায়, এই আদালতের নজিরগুলি বিশ্লেষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে যে কোনও ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহারের সাথে জড়িত প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও নমনীয় নিয়ম নয়। বিচারপতি পি বি গজেন্দ্রগড়করের মাধ্যমে বক্তব্য রেখে (তখন প্রধান বিচারপতি হিসাবে), এই আদালত স্থির করেছেঃ

"৪১. তবে, যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে হত্যার অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়, সেখানে বিশেষজ্ঞ প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করা রাষ্ট্রপক্ষের কর্তব্য যে, যে অস্ত্র দিয়ে এবং যে পদ্ধতিতে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তা দিয়ে আঘাতের সম্ভাবনা ছিল বা অন্তত সম্ভব ছিল; এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে, মহিন্দর সিং বনাম রাজ্য [(১৯৫০) এস. সি. আর ৮২১] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি ছিল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে বন্দুক দিয়ে গুলি করেছে, সেখানে সম্ভবত মৃত ব্যক্তির উপর আঘাতগুলি রাইফেল দ্বারা করা হয়েছিল এবং প্রমাণ করার জন্য যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের কোনও প্রমাণ ছিল না যে আঘাতগুলি বন্দুকের কারণে হয়েছিল, এবং আঘাতের প্রকৃতিও এমন ছিল যে গুলিগুলি অবশ্যই একাধিক ব্যক্তির দ্বারা ছোঁড়া হয়েছিল এবং কেবল একজন ব্যক্তির দ্বারা নয়, এবং অন্য কোনও ব্যক্তিরও গুলি করার কোনও প্রমাণ ছিল না, এবং মৌখিক প্রমাণ এমন ছিল যা উদাসীন ছিল না, একজন বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া রাষ্ট্রপক্ষের মামলায় গুরুতর দুর্বলতা হবে। এটি লক্ষ্য করা যায় যে এই পর্যবেক্ষণগুলি এমন একটি মামলায় করা হয়েছিল যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণগুলি গুরুতর দুর্বলতার শিকার হয়েছিল এবং এই পর্যবেক্ষণগুলির প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যে তথ্যগুলির ক্ষেত্রে সেগুলি করা হয়েছিল তা ভুলে যাওয়া ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত হবে না। এই পর্যবেক্ষণগুলি এমন একটি অনমনীয় নিয়ম স্থাপন করার ইঙ্গিত দেয় না যে প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট হত্যার অভিযোগ আনা হয়, সেখানে একজন বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই কেবল অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে রাষ্ট্রপক্ষ মামলা।

[৫](১৯৬৩) ৩ এসসিআর ৫৮৫

এমন ঘটনা কল্পনা করা সম্ভব যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এতটাই নির্দোষ যে, ময়নাতদন্তের নোটে প্রকাশিত আঘাতের প্রকৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাথে এত স্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, একজন ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা অপরিহার্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। যেখানে সরাসরি প্রমাণ সন্তোষজনক বা নিঃস্বার্থ নয় বা যেখানে আঘাতগুলি বন্দুকের কারণে হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং সেগুলি প্রাথমিকভাবে একটি রাইফেল দ্বারা করা হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানে নিঃসন্দেহে আপাত অসঙ্গতি নিরাময় করা যেতে পারে বা মৌখিক প্রমাণ কোনও ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে। কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ মামলার প্রমাণের জন্য একজন ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা অপরিহার্য, স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে হবে।অতএব, আমরা মনে করি না যে শ্রী পুরুষোত্তম একটি সাধারণ প্রস্তাব হিসাবে যুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক যে প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সরাসরি প্রমাণ ছাড়াও, রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই একজন ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের প্রমাণের নেতৃত্ব দিতে হবে, যদিও সরাসরি প্রমাণ যতই ভাল হোক না কেন এবং যদিও রেকর্ডে উল্লিখিত সরাসরি প্রমাণকে সন্দেহ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯. একইভাবে, পাঞ্জাব রাজ্য বনাম যুগরাজ সিং[৬] মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ লক্ষ্য করেছে যে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের ব্যালিস্টিক পরীক্ষা ছাড়াই, রাষ্ট্রপক্ষের মামলায় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিই প্রাণঘাতী অস্ত্রের কারণে মৃত্যু প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। বিচারপতি আর পি শেঠির মাধ্যমে আদালত উল্লেখ করেছেঃ

"১৮. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বাজেয়াপ্ত বন্দুকগুলি কার্যকরী অবস্থায় ছিল না এবং তিনি তাঁর বিবেচনার ভিত্তিতে খুঁজে পেয়েছেন যে ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের কাছে তার মতামতের জন্য এটি পাঠানোর কোনও উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। বন্দুকগুলি ত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফায়ার পিনটি ক্রমানুসারে ছিল কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার কাছে আর কোনও প্রশ্ন করা হয়নি। দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এবং অন্যান্য পরিস্থিতির উপস্থিতিতে আমরা দেখতে পাই না যে এই মামলায় বিশেষজ্ঞের জিজ্ঞাসাবাদ না করা কোনওভাবেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা উপস্থাপিত বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।"

[৬](২০০২) ৩ এসসিসি ২৩৪

২০. বর্তমান মামলাটি এমন নয় যেখানে আগ্নেয়াস্ত্র বা কার্তুজ উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপক্ষ ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অতএব, একটি ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে ব্যর্থতা যা একটি নির্দিষ্ট অস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক আঘাতের সাক্ষ্য দিতে পারে সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণকে অভিশংসনের জন্য যথেষ্ট নয়।

গ.২ আই. পি. সি ২১-এর ৩৪ ধারার অধীনে সাধারণ উদ্দেশ্য

২১. আইপিসির ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যেঃ

"৩৪. অভিন্ন অভিপ্রায় অর্জনের জন্য একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত কাজ।-যখন সকলের সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক ব্যক্তির দ্বারা একটি ফৌজদারি কাজ করা হয়, তখন এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রত্যেকে সেই কাজের জন্য একইভাবে দায়বদ্ধ হয় যেন এটি কেবল তার দ্বারা করা হয়েছিল।"

২২. উপরোক্ত বিধানগুলির অন্তর্নিহিত সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিটি বিচারপতি ভিভিয়ান বোসের পান্ডুরং, টুকিয়া এবং ভিলিয়া বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য[৭] মামলার রায় থেকে উদ্ভূত হয় যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"৩৩. এখন ধারা ৩৪-এর ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি সাধারণ অভিপ্রায় পূর্বের সঙ্গীতানুষ্ঠানকে অনুমান করে। এর জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার প্রয়োজন কারণ একজন ব্যক্তিকে অন্যের অপরাধমূলক কাজের জন্য পরোক্ষভাবে দোষী সাব্যস্ত করার আগে, এই কাজটি অবশ্যই তাদের সকলের সাধারণ অভিপ্রায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য করা হয়েছিলঃ মেহবুব শাহ বনাম রাজা সম্রাট [১৫৩ এবং ১৫৪ এ ৭২ আইএ ১৪৮]। তদনুসারে অবশ্যই মনের একটি পূর্ব বৈঠক হতে হবে। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি একই সাথে একজন মানুষকে আক্রমণ করতে পারে এবং প্রত্যেকেরই একই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যথা হত্যার অভিপ্রায়, এবং প্রত্যেকে একটি পৃথক মারাত্মক আঘাত করতে পারে এবং তবুও কোনওটিরই সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে না। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কোনও পূর্ববর্তী বৈঠক না হওয়ার কারণে এই ধারার দ্বারা উল্লেখের প্রয়োজন হয়। এই ধরণের মামলায়, প্রত্যেকেই তার দ্বারা সংঘটিত যেকোনো আঘাতের জন্য পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন, কিন্তু অন্যদের কারও কাজের জন্য কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না; এবং যদি রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে না পারে যে তার পৃথক আঘাত মারাত্মক ছিল, তবে তাকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, তবে স্পষ্টতই তার মামলায় হত্যার উদ্দেশ্য প্রমাণিত হতে পারে: বরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম রাজা-সম্রাট [৭২ আইএ ১৪৮ এ ১৫৩ এবং ১৫৪] এবং মাহবুব শাহ বনাম রাজা-সম্রাট [৫২ আইএ ৪০ এ ৪৯]।

[৭] ১৯৫৫ এস সি আর (১) ১০৮৩

যেমন তাদের প্রভুত্বগুলি পরের ক্ষেত্রে বলে, "যে বিভাজন তাদের সীমানা বিভক্ত করে তা প্রায়শই খুব পাতলাঃ তবুও, পার্থক্যটি বাস্তব এবং যথেষ্ট, এবং যদি উপেক্ষা করা হয় তবে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটবে।"

৩৪. পরিকল্পনাটি বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, বা সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের প্রয়োজন নেই। এটি হঠাৎ করে তৈরি হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ যখন একজন লোক কোনও প্রদত্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতে সাহায্য করার জন্য দর্শকদের ডাক দেয় এবং তারা, তাদের কথা বা তাদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা, তার প্রতি তাদের সম্মতি নির্দেশ করে এবং আক্রমণে তার সাথে যোগ দেয়, তখন মনের প্রয়োজনীয় সভা হয়। তবে তাড়াহুড়ো করে এবং রূঢ়ভাবে কল্পনা করা হলেও একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা রয়েছে। তবে পূর্বনির্ধারিত কনসার্ট থাকতে হবে এবং পূর্বনির্ধারিত কনসার্ট হতে হবে। পরের প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষেত্রে, একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে একই উদ্দেশ্য থাকা যথেষ্ট নয়, যেমন, অন্যকে উদ্ধার করার অভিপ্রায় এবং, যদি প্রয়োজন হয়, যারা বিরোধিতা করে তাদের হত্যা করার অভিপ্রায়।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৩. বীরেন্দ্র সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[৮] মামলায়, দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রেখে বিচারপতি দলবীর ভান্ডারী "সকলের অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রগতিতে" শব্দের পরিধি ব্যাখ্যা করেছেনঃ

"১৫. সাধারণত, একজন ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী। একজন ব্যক্তি অন্যের কাজের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হতে পারে যদি তার অপরাধ করার সাধারণ অভিপ্রায় থাকে।" সাধারণ অভিপ্রায় "শব্দগুলি একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনাকে বোঝায় এবং পরিকল্পনা অনুসারে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে ফৌজদারি কাজটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সংঘটিত হয়েছিল। সাধারণ অভিপ্রায় আইনটি কার্যকর হওয়ার আগে কার্যকর হয়, যা দীর্ঘ ব্যবধানের প্রয়োজন হয় না। এই ধারার অধীনে একটি স্বতন্ত্র পূর্ব পরিকল্পনার অর্থে একটি পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে, একটি নির্দিষ্ট ফলাফল আনার সাধারণ অভিপ্রায়টি বেশ কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিকশিত হতে পারে। যদিও ঘটনাস্থলেই অভিন্ন উদ্দেশ্য গড়ে উঠতে পারে, তবে তা অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের আগে হতে হবে, যেখানে পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং পূর্বের কনসার্ট দেখানো হয়েছে।

[৮](২০১০) ৮ এস সি সি ৪০৭

লড়াই চলাকালীন সময়ে অভিন্ন উদ্দেশ্য গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেই অনুমানকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য স্পষ্ট এবং অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে। এই আদালত অমরিক সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [(১৯৭২) ৪ এসসিসি (এন) ৪২: ১৯৭২ সিআরআই এলজে ৪৬৫] মামলায় এটি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে।"

২৪. ধারা ৩৪-এর অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলির উপর জোর দিয়ে এই আদালত বলেছে যেঃ

(i) ধারা ৩৪ একটি স্বতন্ত্র অপরাধ তৈরি করে না, তবে এটি একটি গঠনমূলক দায়বদ্ধতার নীতি;

(ii) কোনও অপরাধের জন্য যৌথ দায়বদ্ধতা বহন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে করা কাজটি করার জন্য অবশ্যই একটি পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্ব-মধ্যস্থতাকারী সঙ্গীতানুষ্ঠান হতে হবে;

(iii) আইন এবং পূর্ব-ধ্যানের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান নাও থাকতে পারে এবং পরিকল্পনাটি হঠাৎ করে তৈরি হতে পারে। ধারা ৩৪ প্রয়োগের জন্য, এটি প্রয়োজনীয় নয় যে রাষ্ট্রপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে কোনও কাজ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছিল; এবং

(iv) এই বিধানটি এমন মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে যেখানে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি একসাথে কাজ করে এবং মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না যে আসলে কে অপরাধ করেছে।

২৫. ছোটা আহিরওয়ার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[৯] মামলায় এই আদালতের আরও দুই বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে এই নীতিগুলি গৃহীত এবং প্রয়োগ করা হয়েছে। দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রেখে বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জি পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"২৬. দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার আওতায়, অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোনও প্রকাশ্য কাজ করার প্রয়োজন নেই যদি তারা চূড়ান্ত অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে অভিন্ন উদ্দেশ্য ভাগ করে, যা অভিযুক্তদের মধ্যে যে কেউ এই অভিপ্রায় ভাগ করে নিতে পারে [দেখুন অশোক বসাক [অশোক বসাক বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১০) ১০ এসসিসি ৬৬০: (২০১১) ১ এসসিসি (সিআরআই) ৮৫], এসসিসি পৃ. ৬৬৯]। বিখ্যাত বরেন্দ্র কুমার ঘোষ মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের রায় থেকে উদ্ধৃতি দিতে গেলে [বরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম রাজা সম্রাট, ১৯২৪ এসসিসি অনলাইন পিসি ৪৯ঃ (১৯২৪-২৫) ৫২ আইএ ৪০: এআইআর ১৯২৫ পিসি ১], "তারা যারা দাঁড়িয়ে থাকে এবং অপেক্ষা করে তাদেরও সেবা করে"।

[৯] (২০২০) ৪ এস সি সি ১২৬

২৭. সাধারণ অভিপ্রায় বোঝায় সম্মিলিতভাবে কাজ করা। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার অস্তিত্ব অভিযুক্তের আচরণ থেকে, বা পরিস্থিতি থেকে বা কোনও অপরাধমূলক তথ্য থেকে প্রমাণ করতে হবে। একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে একই অভিপ্রায় থাকা যথেষ্ট নয়। "

২৬. ধনপাল বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি)[১০] মামলায়, আবেদনকারী একজন সহ-অভিযুক্তকে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা একই ভাষায় এই পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করেননি। এছাড়াও, অভিযোগ করা হয়েছিল যে কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষী ছিল না কারণ সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং এফআইআর দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছিল। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ

"৮. তবে, এটি প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে যে তিনজন আপিলকারী একসঙ্গে ঘটনার জায়গায় ফিরে এসে ধনপালকে অজয়কে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করে মৃত ভুক্তভোগীকে আক্রমণ করেছিল। তারা ভুক্তভোগীকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং বলেছিল যে কামাল ছুরি দিয়ে তার উপর একাধিক আঘাত করেছে। প্রকাশিত প্রমাণের ভিত্তিতে, বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট জানতে পেরেছিল যে চার আসামির মনের পূর্ব বৈঠক হয়েছিল এবং তিনজন আপিলকারীরই কামালের সাথে একই উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়ে, আসিফ খান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য [আসিফ খান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১৯) ৫ এসসিসি ২১০: (২০১৯) ২ এসসিসি (সিআরআই) ৪৮৪] মামলায় এই আদালতের রায়ের অনুপাত প্রাসঙ্গিক। আগের একটি মামলায়, রাজকিশোর পুরোহিত বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য [রাজকিশোর পুরোহিত বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, (২০১৭) ৯ এসসিসি ৪৮৩: (২০১৭) ৩ এসসিসি (সিআরআই) ৭৪৯], এটি ধরা হয়েছে যে, সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির হত্যা, প্রকাশ্য কাজ বা অস্ত্র রাখার অভিন্ন উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন নয়। রিচপাল সিং মীনা বনাম ঘাসি [রিচপাল সিং মীনা বনাম ঘাসি, (২০১৪) ৮ এসসিসি ৯১৮: (২০১৪) ৬ এসসিসি (সিআরআই) ৪২৪] মামলায়, অনুপাত হল যে যদি আক্রমণের প্রকৃতি এমন হয় যে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তি তার ফলে সৃষ্ট আঘাতের কারণে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অভিযুক্তকে তার কাজের পরিণতি সম্পর্কে অবগত বলে ধরে নিতে হবে।

.....

১১. আমরা বিচার আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাই এবং আপিলকারীদের পক্ষ থেকে নির্দেশিত অসঙ্গতিগুলি মোকাবেলায় হাই আপিলটি যথাযথ ছিল। এফআইআর নথিভুক্ত করতে বিলম্বের কারণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই কারণে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় ব্যর্থ হতে পারে না।

[১০] (২০২০) ৫ এসসিসি ৭০৫

এটি একটি সত্য যে প্রত্যক্ষদর্শীরা মৃত ব্যক্তির পরিচিত ছিলেন এবং কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষী ছিলেন না। তবে কেবলমাত্র সেই কারণে আমরা আপিলকারীদের দোষমুক্ত করতে পারি না, বিশেষত যেহেতু প্রথম দৃষ্টান্তের আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত ইতিমধ্যে প্রমাণগুলি পরীক্ষা করেছে এবং তাদের অনুসন্ধানগুলি রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে দিয়েছে। আপিলকারীদের ক্ষেত্রে আমরা দোষী সাব্যস্ত করার রায় এবং শাস্তির আদেশে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না। তিনটি আপিলই খারিজ করা হয়।"

সম্প্রতি সন্দীপ বনাম হরিয়ানা রাজ্য[১১] মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, সহ-অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করার অব্যবহিত আগে অভিযুক্তের দ্বারা প্রদত্ত পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অপরাধে তার জড়িত থাকার প্রমাণ দেবে। তদনুসারে, এই আদালত আইপিসির ৩০২ এবং ৩৪ ধারার অধীনে অভিযুক্তের দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছে।

২৭. নথির প্রমাণগুলি স্পষ্টভাবে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যার অনুসরণে আপিলকারী মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য ইদ্রিশকে প্ররোচিত করেছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্তদের মধ্যে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা ছিল বা দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি পরিকল্পনা ছিল। অপরাধ করার একটি সাধারণ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়, যদি অভিযুক্তরা তাদের কথা বা কর্ম দ্বারা অপরাধের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের সম্মতি নির্দেশ করে। আবেদনকারী একটি লাঠি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল, যার সাথে পিস্তলের সাথে ইদ্রিশ ছিল।আপিলকারীর উপদেশ অপরাধ সংঘটনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ শত্রুকে খুঁজে পাওয়ার পরই ইদ্রিস মারাত্মক গুলি চালায়। আপিলকারীর ভূমিকা, ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি এবং উপদেশের প্রকৃতি সবই তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর ধারাবাহিক বিবরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ঘ উপসংহার

২৮. উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আপিলের কোন ভিত্তি নেই, তাই আপিলটি খারিজ বলে গণ্য হবে।

২৯. মুলতুবি থাকা আবেদন(গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

দিব্যাপান্ডে আপিল খারিজ।

[১১]২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৬৪২

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen